৩.১ ইনফ্রাস্টাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটিশন কোম্পানী (আইআইএফসি)

৩.১.১ কোম্পানীর পটভূমিঃ

Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীন একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ধারা ২৮ এর অধীনে একটি লিমিটেড বাই গ্যারান্টি কোম্পানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুরুতে প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল Infrastructure Investment Facilitation Center (IIFC)। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) রাখা হয়। IIFC ২০০০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তার কার্যক্রম শুরু করে। IIFC বিশ্বব্যাংকের Private Sector Investment Development Project (PSIDP) এর অধীন বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি অংশগ্রহণ (পিপিপি) ত্বরান্বিত এবং উৎসাহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানির কার্যক্রমের প্রারম্ভিক বছরগুলোতে, বাংলাদেশ সরকার, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (IDA), UK'র ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID), এবং কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (CIDA) দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল। CIDA, DFID, বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়ন যথাক্রমে ডিসেম্বর ২০০৩, মে ২০০৪, ২০০৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এবং মার্চ ২০০৭ সালে শেষ হয়েছে। এপ্রিল ২০০৭ থেকে IIFC স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সত্ত্বা হিসেবে তার কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

৩.১.২ পরিচালনা পরিয়দঃ

কোম্পানীর সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ আছে। IIFC'র সামগ্রিক নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত। তিনজন পরিচালক সরকারের পক্ষ থেকে ও তিনজন পরিচালক বেসরকারি খাত থেকে নিযুক্ত হয়েছেন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকার বলে বোর্ডের একজন সদস্য। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) এর সচিব বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানীর নীতি নির্দেশাবলী প্রণয়ণ করে। IIFC স্বাধীনভাবে দৈনন্দিন সকল কার্যক্রম পরিচালণা করে আসছে।

৩.১.৩ উদ্দেশ্যঃ

আই আই এফ সি এর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো অবকাঠামো খাতে বাংলাদেশে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে সহজতর করা। এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্মকান্ডগুলো IIFC'র মূল উদ্দেশ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছেঃ

১. বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারি বিনিয়োগ এবং সকল প্রকার সরকারি-বেসরকারির যৌথ বিনিয়োগ কে অনুপ্রাণিত করা, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দে'য়া;

২. বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়সমূহ এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহকে অবকাঠামোগত প্রকল্পাদি নির্ণয় ও বাছাই করা, প্রস্তুত ও পর্যালোচনা করা এবং বাস্তবায়ন করার জন্য সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;

৩. অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য দেশে ও বিদেশে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সম্ভাবনা সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদান করা;

৪. অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৌসলী পরামর্শ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারী খাতকে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত করা।

৩.১.৪ আইআইএফসি কিভাবে কাজ করেঃ

আইআইএফসি একটি সেবা ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর ন্যায় কাজ করছে। সেই হিসেবে IIFC'এর একটি পিপিপি প্রকল্প শুরু করার অনুমোদন নেই। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অথবা নির্বাহী সংস্থা যখন IIFCকে সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করে, কেবল তখন IIFC পিপিপি প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। এই প্রক্রিয়া IIFC'র পারিশ্রমিকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। IIFC পরামর্শক সেবা প্রদানের জন্য দরপত্রেও অংশগ্রহণ করে।

৩.১.৫ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে আই আই এফ সি'র অর্জন ও প্রাপ্তিসমূহঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে, IIFC'র মোট **টার্নওভার** ছিল ৬,২৬,২১৪ মার্কিন ডলার। প্রত্যেক বছর কোম্পানি আয়-উপার্জনের একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। পূর্বে IIFC মূলত: পিপিপি প্রকল্পের প্রতি অধিকমাত্রায় মনোযোগী ছিল, কারণ এর প্রতিষ্ঠাই হয়েছিলো দেশে পিপিপি প্রকল্পের প্রসার নিশ্চিত করার জন্য। তাই বাংলাদেশে পিপিপির সামগ্রিক অগ্রগতির ওপর এর সাফল্য অধিকাংশে নির্ভরশীল ছিল। ২০১২-২০১৩ সাল থেকে IIFC'কে তার সেবা প্রদানের ক্ষেত্র বিভিন্ন খাতে সম্প্রসারণের এবং সাধারণ পরামর্শক এর ন্যায় পিপিপি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্ভাবনা অনুসন্ধান ও বিদেশে সুযোগ সন্ধানের জন্য অনুমোদন দে'য়া হয়। তারপর থেকে IIFC'দেশে এবং বিদেশে ব্যবসা সম্প্রসারণ শুরূ করে। ব্যবসা সম্প্রসারণ কার্যক্রমের ফলাফল হিসেবে প্রথমবারের মত রুয়ান্ডাতে একটি প্রকল্পের কাজ পায়। অবকাঠামো মন্ত্রণালয় এবং নবগঠিত বিদ্যুৎ, পানি ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ (EWSA) এর মাধ্যমে রুয়ান্ডা সরকার (GOR) শক্তি বিভাগের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার দায়িত্ব IIFC কে অর্পণ করে যা সফলভাবে সম্পাদন করা হয়। এছাড়াও Transaction Advisor হিসেবে Kenya Ferry Services Ltd., Kenya তে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। Cogeneration opportunities in sugar and paper industries SAARC member states শিরোনামে SAARC Energy Center, Pakistan এর তত্বাবধানে ষ্টাডি এবং Advisor হিসেবে PPP Procurement Policy and Procedures of Indonesia তৈরীতে কাজ করেছে।

বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে IIFC বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

IIFC, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের ৭ টি প্রধান জেলা শহরে আধুনিক আইসিটি পার্ক তৈরি করার জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রণয়নে কাজ করছে। JICA-র অর্থায়নে IIFC, Management Consultant হিসেবে North West Power Generation Company Ltd.-এ কাজ করছে। Transaction Advisor হিসেবে Bangladesh Economic Zone Authority (BEZA) এর অধীনে Support to Capacity Building of Bangladesh Economic Zones Authority (BEZA) প্রকল্পে IIFC কাজ করছে। IIFC, Investment Promotion and Financing Facility (additional Financing) প্রকল্পের আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতায় সফল হয় এবং বর্তমানে এ প্রকল্পটি কার্যাধীন আছে।

বর্তমানে IIFC নিয়মিত ভাবে Public Private Partnership (ppp) এর উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এতে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহণ করে আসছে যা PPP বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হোটেল রুপসী বাংলায় ''Prospects and Challenges of Public-Private Partnership in Bangladesh'' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ড. মসিউর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিভিন্ন এক্রিউটিভ এজেন্সির প্রধানগণ, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

৩.২ ইডকল পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৭ সালের ১৪ মে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীলিমিটেড (ইডকল) এর যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানটি ৫ জানুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে একটি অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবন্ধন লাভ করে। শুরু হতেই এটি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ও নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি অর্থায়নের ক্ষেত্রে যে শূন্যতা রয়েছে সেটি পূরণে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে । প্রতিষ্ঠার এক দশকের মধ্যেই ইডকল দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে অর্থায়নের শীর্ষস্থানে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। ইডকল কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ অনুসারে নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইডকল অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান।

৩.২.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইডকলের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ও নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচিতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। ইডকল বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অবকাঠামো উন্নয়ন ও নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প/কর্মসূচিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। ইডকলের বর্তমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগখাত সমূহ হলঃ

- বিদ্যুৎউৎপাদন;
- টেলিযোগাযোগ;
- তথ্য প্রযুক্তি;
- বন্দর;
- নবায়নযোগ্য শক্তি প্রযুক্তি;
- গ্যাস ও গ্যাস সংক্রান্ত অবকাঠামো;
- পানি সরবরাহ;
- টোলসড়ক/সেতু;
- জাহাজ নির্মাণ অবকাঠামো;
- যোগাযোগ ব্যবস্থা;
- পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকল্প;
- ইডকল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিতঅন্যান্য প্রকল্প

৩.২.২ তহবিল উৎস

- ২৬০ কোটি টাকার সমমূলধন
- ইডকল বেশকয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হতে আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে। বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত প্রায় ৯২৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ ও ১৩৫মিলিয়ন ডলার অনুদান পেয়েছে।

৩.২.৩ বিনিয়োগ

বিভিন্ন প্রকল্পে ইডকল এ পর্যন্ত সর্বমোট ৫,৫০৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। ইডকলের বিনিয়োগখাত সমূহকে মূলতঃ দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় - অবকাঠামো উন্নয়ন ও নবায়নযোগ্য শক্তি। অবকাঠামোখাতের মধ্যে প্রধানতঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও টেলিযোগাযোগ খাতেই সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য খাতসমূহের মধ্যে সৌরবিদ্যুৎখাতে বিনিয়োগ সর্বোচ্চ।

৩.২.৪ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ

ইডকল এ পর্যন্ত বেশকয়েকটি বিদ্যুৎ প্রকল্প অর্থায়ন করেছে যেগুলোর মোট উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১,৫০০ মেগাওয়াট। এরমধ্যে সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে মেঘনাঘাট ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প। এছাড়া ৩টি বৃহৎ টেলিকম কোম্পানীর নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্প (গ্রামীণফোন, বাংলালিংক ও সিটিসেল), ২টি স্থলবন্দর, পিএসটিএন প্রকল্প, স্যাটেলাইট আর্থস্টেশন, ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক, ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে প্রকল্প (আইজিডবিল্নউ), কেন্দ্রীয়বর্জ্য পরিশোধন প্রকল্প, সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ইত্যাদি অর্থায়নকরেছে।

ইডকল কয়েকটি প্রকল্পে ঋণ আয়োজক (Arranger)এর ভূমিকা পালন করেছে এবং কিছু প্রকল্পে ফ্যাসিলিটি এজেন্ট ও সিকিউরিটি ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করছে।

এ সকল প্রকল্পে ইডকল এ পর্যন্ত সর্বমোট ১,৯৩৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে যার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণের পরিমাণ ১২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিনিয়োগের বিপরীতে ঋণের আদায় হার ৯৭%।

৩.২.৫ নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন কর্মসূচিঃ

ইডকল বর্তমানে নিম্নোক্ত নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি/প্রকল্প অর্থায়ন করছেঃ

১. সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি
২. বায়োগ্যাস কর্মসূচি
৩. অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পসমূহ
    - সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক ক্ষুদ্র গ্রিড
    - সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক সেচ পাম্প
    - সোলার ড্রায়ার
    - সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক হিমাগার
    - বায়োমাস (ধানের তুষ) ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প
    - বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

৩.২.৬ সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি

পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতের ন্যূনতম চাহিদা পূরণকল্পে এবং ২০২০ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণের সরকারি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইডকল ২০০৩ সালে সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি গ্রহণ করে। ৪৭টি এনজিও ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার বিদ্যুতবিহীন এলাকায় এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।

এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত সর্বমোট ৩১ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।সবমিলিয়ে ইডকলের সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচির অধীনে স্থাপিত সিস্টেমের মোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১৫০ মেগাওয়াট। এর ফলে গ্রামাঞ্চলের প্রায় ১ কোটি ৫৫ লক্ষ লোক বিদ্যুৎ সুবিধা পাবে যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯ ভাগ।

এ কর্মসূচির অধীনে ইডকল সহযোগি সংস্থা সমূহকে এ পর্যন্ত মোট ৩,৫৩৭ কোটি টাকা সহজশর্তের ঋণ ও ৪৩৩ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে। বিনিয়োগকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়ের হার ৯৮%।

৩.২.৭ বায়োগ্যাস কর্মসূচি

দেশের যেসকল এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ নেই সেখানে রান্নার জন্য গ্যাস সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং চাষাবাদের জন্য জৈব সার সরবরাহের লক্ষ্যে ইডকল ২০০৬ সালে এ কর্মসূচি গ্রহণ করে। বর্তমানে ৪১ টি সহযোগি সংস্থার (এনজিও/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান) মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত ৩৩,৫৫৭ হাজার বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ফলে গ্রামাঞ্চলের সর্বমোট প্রায় ২ লক্ষ লোক এ সুবিধার আওতায় আসবে।

ইডকল সহযোগি সংস্থাসমূহকে এ পর্যন্ত ৪০.০৩ কোটি টাকা সহজ শর্তের ঋণ এবং ২৮.০৭ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে। বিনিয়োগকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়ের হার ৯২%।

৩.২.৮ আর্থিক অগ্রগতি

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ইডকল একটি আর্থিকভাবে লাভবান প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এটি স্বল্পসংখ্যক সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি, যারা নিয়মিত সরকারকে মুনাফা হতে লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠানটি সরকারকে ১৪ কোটি টাকা লভ্যাংশ প্রদান করে।

ইডকল ১৯৯৭ সালে মাত্র ১ (এক) লক্ষ টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল যা বর্তমানে ২৬০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। গত অর্থবছর পর্যন্ত এর সম্পদের মোট পরিমাণ ৪,৮৮৪ কোটি টাকা। ইডকলের সার্বিক ঋণ আদায়ের হার ৯৭%।